বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ

(২০২৩ইং সনের ১০৬নং গঠনবিধি)

আমি এতদ্বারা নির্দেশ করিতেছি যে, আগামী ২রা এপ্রিল,২০২৩খ্রিঃ তারিখ রোজ রবিবার সকাল ১০ঃ৩০ মিনিট হইতে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকার্য পরিচালনার জন্য নিম্নে উল্লেখিত বেঞ্চ সমূহ গঠন করা হইলঃ

১. **বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য আদিম অধিক্ষেত্রাধীন বিষয়; সাকসেশন আইন,১৯২৫ অনুযায়ী ইচ্ছাপত্র ও ইচ্ছাপত্র ব্যাতিরেকে মৃত ব্যক্তির বিষয়বস্তুর অধিক্ষেত্র; বিবাহ বিচ্ছেদ আইন,১৮৬৯ অনুযায়ী মোকদ্দমা; প্রাইজ কোর্ট বিষয় সহ এ্যাডমিরেলটি কোর্ট আইন,২০০০ অধিক্ষেত্রাধীন মোকদ্দমা; মার্চেন্ট শিপিং অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩ এর অধীনে আবেদনপত্র; এবং শুনানীর জন্য সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আপীল; সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী রুল ও দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা; অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আবেদনপত্র এবং একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য সকল লয়াজিমা বিষয় ও অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ করিবেন।

উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১খ্রিঃ তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

২. **বিচারপতি মোঃ আতাউর রহমান খান**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইনের অধীন দায়েরকৃত মামলা ব্যতীত শুনানীর জন্য একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী রিভিশন ও রেফারেন্স মোকদ্দমা; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ করিবেন। এই গঠনবিধির অব্যবহিত পূর্বের গঠনবিধির কোন আংশিকশ্রুত বা রায় প্রদানের জন্য থাকিলে তাহাও গ্রহন করিবেন।

৩. **বিচারপতি ফারাহ মাহবুব**

এবং

বিচারপতি মুহম্মদ মাহবুব-উল ইসলাম

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ভ্যাট, সম্পূরক শুল্ক, কাস্টমস ও ইনকামট্যাক্স সহ সকল প্রকার রীট মোশন ও তৎসংক্রান্ত শুনানী; ২০০৯ ইং সনের ট্রেডমার্ক আইনের অধীনে আপীল; ১৯১১ইং সনের পেটেন্ট ও ডিজাইন আইনের ৫১(ক) এবং ২৬(খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) ধারামতে আবেদনপত্র ও আপীল; মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন,২০১২ এর ১২৪ ধারা মোতাবেক রিভিশন/আপীল সহ মূল্য সংযোজন কর আইন,১৯৯১-এর ধারা ৪২(১)(গ) ক্ষমতাবলে এ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল; আয়কর রেফারেন্স মোকদ্দমা ও আয়কর সংক্রান্ত রীট; কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯-এর ধারা ১৯৬ডি অনুযায়ী আপীল শুনানী করিবেন এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ এবং শুনানী করিবেন । এই গঠনবিধির অব্যবহিত পূর্বের গঠনবিধির কোন আংশিকশ্রুত থাকিলে তাহাও গ্রহণ করিবেন।

৪. **বিচারপতি নাইমা হায়দার**

এবং

বিচারপতি মোঃ সোহরাওয়ারদী

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ভ্যাট, কাস্টমস, ইনকামট্যাক্স, ব্যতীত ২০১৮ইং সন পর্যন্ত সকল প্রকার রীট বিষয়াদি; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেবন। এই গঠনবিধির অব্যবহিত পূর্বের গঠনবিধির কোন আংশিকশ্রুত থাকিলে তাহাও গ্রহণ করিবেন।

৫. **বিচারপতি মোঃ হাবিবুল গনি**

এবং

বিচারপতি আহমেদ সোহেল

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইনের অধীন বিষয়াদি ব্যতীত ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও সকল জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র ও শুনানী; ফৌজদারী রিভিশন এবং ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমাসমূহ এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহন এবং শুনানী করিবেন। এই গঠনবিধির অব্যবহিত পূর্বের গঠনবিধির কোন আংশিকশ্রুত থাকিলে তাহাও গ্রহণ করিবেন।

৬. **বিচারপতি মোঃ রুহুল কুদ্দুস**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী মোশন এবং একক বেঞ্চে গ্রহনযোগ্য **দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইনের অধীন বিষয়াদি সহ** সকল প্রকার ফৌজদারী মোশন ও তৎসংক্রান্ত শুনানী; দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আপীল; সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী রুল ও দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা; অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আবেদনপত্র এবং একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য সকল লয়াজিমা বিষয় ও অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০,০০০ টাকা মানের প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); ২০০১ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত ১৯৭২ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ মোতাবেক ‘‘নির্বাচনী’’ আবেদনত্র; সালিশ আইন,২০০১ (২০০১ইং সনের ১নং আইন) অনুযায়ী আপীল ও আবেদনপত্র; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১খ্রিঃ তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

৭. **বিচারপতি মোঃ খসরুজ্জামান**

এবং

বিচারপতি মোঃ খায়রুল আলম

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ভ্যাট, কাস্টমস, ইনকামট্যাক্স, অর্থঋণ আদালত, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত সকল প্রকার রীট মোশন ও শুনানী; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে; **হাইকোর্ট বিভাগ ও উহার অধীনস্থ আদালত সমূহের অবমাননার অভিযোগপত্র** এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল এবং আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন। এই গঠনবিধির অব্যবহিত পূর্বের গঠনবিধির কোন আংশিকশ্রুত থাকিলে তাহাও গ্রহন করিবেন।

৮. **বিচারপতি মোঃ নজরুল ইসলাম তালুকদার**

এবং

বিচারপতি মোহাম্মদ শওকত আলী চৌধুরী

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দুর্নীতি দমন কমিশন আইন এবং মানি লন্ডারিং আইন সংক্রান্ত ফৌজদারী ও রীট মোশন এবং তৎসংক্রান্ত শুনানী ও সর্বপ্রকার ফৌজদারী রিভিশন মোকদ্দমা, ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল, আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন। এই গঠনবিধির অব্যবহিত পূর্বের গঠনবিধির কোন আংশিকশ্রুত থাকিলে তাহাও গ্রহন করিবেন।

৯. **বিচারপতি মোঃ আকরাম হোসেন চৌধুরী**

এবং

বিচারপতি মোহাম্মদ আলী

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইনের অধীন বিষয়াদি ব্যতীত ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও সকল জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র ও শুনানী; ফৌজদারী রিভিশন এবং ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমাসমূহ; ৫৬১A ধারা মোতাবেক ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমাসমূহ এবং

উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন। এই গঠনবিধির অব্যবহিত পূর্বের গঠনবিধির কোন আংশিকশ্রুত থাকিলে তাহাও গ্রহন করিবেন।

১০. **বিচারপতি কে, এম, কামরুল কাদের**
এবং
বিচারপতি খিজির হায়াত

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য সকল প্রকার রীট মোশন ও তৎসংক্রান্ত শুনানী; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন। এই গঠনবিধির অব্যবহিত পূর্বের গঠনবিধির কোন আংশিকশ্রুত থাকিলে তাহাও গ্রহন করিবেন।

১১. **বিচারপতি মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন**
এবং
বিচারপতি মোঃ বজলুর রহমান

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং ভ্যাট, কাস্টমস ও ইনকামট্যাক্স সংক্রান্ত রীট মোশন ও শুনানী; ২০০১ইং সনের ১নং আইনের (শালিশী আইন,২০০১) ৪৮(ক), খ এবং গ ধারা মোতাবেক আপীল; শালিশী আইন হইতে উদ্ভুত দেওয়ানী ও রীট সংক্রান্ত মোশন ও শুনানী; মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন,২০১২ এর ১২৪ ধারা মোতাবেক রিভিশন/আপীল সহ মূল্য সংযোজন কর আইন,১৯৯১-এর ধারা ৪২(১)(গ) ক্ষমতাবলে এ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল; আয়কর রেফারেন্স মোকদ্দমা ও আয়কর সংক্রান্ত রীট রেফারেন্স; কাস্টমস এ্যাক্ট,১৯৬৯-এর ধারা ১৯৬ ডি অনুযায়ী আপীল শুনানী; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন । এই গঠনবিধির অব্যবহিত পূর্বের গঠনবিধির কোন আংশিকশ্রুত বা রায় প্রদানের জন্য থাকিলে তাহাও গ্রহন করিবেন।

১২. **বিচারপতি খিজির আহমেদ চৌধুরী**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য আদিম অধিক্ষেত্রাধীন বিষয়; সাকসেশন আইন,১৯২৫ অনুযায়ী ইচ্ছাপত্র ও ইচ্ছাপত্র ব্যাতিরেকে মৃত ব্যক্তির বিষয়বস্তুর অধিক্ষেত্র; বিবাহ বিচ্ছেদ আইন,১৮৬৯ অনুযায়ী মোকদ্দমা; প্রাইজ কোর্ট বিষয় সহ এ্যাডমিরেলটি কোর্ট আইন,২০০০ অধিক্ষেত্রাধীন মোকদ্দমা; মার্চেন্ট শিপিং অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩ এর অধীনে আবেদনপত্র; ২০০৯ইং সনের ট্রেডমার্ক আইনের অধীন আবেদনপত্র; ১৯১৩ ও ১৯৯৪ইং সনের কোম্পানী আইন অনুযায়ী আবেদনপত্র; ব্যাংক কোম্পানী আইন,১৯৯১ইং (১৯৯১ইং সনের ১৪নং আইন) অনুযায়ী আবেদনপত্র; সালিশ আইন ২০০১ (২০০১ইং সনের ১নং আইন) অনুযায়ী আপীল ও আবেদনপত্র; সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের ডিক্রি ও আদেশের বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ ডিক্রি ও আদেশের বিরুদ্ধে দেওয়ানী ও মোশন ও রিভিশন মোকদ্দমা সমূহ গ্রহন করিবেন; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহন ও শুনানী করিবেন ।
উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১খ্রিঃ তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

১৩. **বিচারপতি মোঃ ইকবাল কবির**
এবং
বিচারপতি এস, এম, মনিরুজ্জামান

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ভ্যাট, কাস্টমস, ইনকামট্যাক্স, দেউলিয়া বিষয়াদি, সিটি কর্পোরেশনের ট্যাক্স, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং অর্থঋণ আইন সংক্রান্ত রীট মোশন; ২০০৯ইং সনের ট্রেডমার্ক আইনের অধীনে আপীল; ১৯১১ইং সনের পেটেন্ট ও ডিজাইন আইনের ৫১(ক) এবং ২৬(খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) ধারামতে আবেদনপত্র ও আপীল; মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন,২০১২ এর ১২৪ ধারা মোতাবেক রিভিশন/আপীল সহ মূল্য সংযোজন কর আইন,১৯৯১-এর ধারা ৪২(১)(গ) ক্ষমতাবলে এ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল; আয়কর রেফারেন্স মোকদ্দমা ও আয়কর সংক্রান্ত রীট; কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯-এর ধারা ১৯৬ডি অনুযায়ী আপীল শুনানী করিবেন এবং যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল, আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

১৪. **বিচারপতি ফাতেমা নজীব**

এবং

বিচারপতি ফাহমিদা কাদের

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইনের অধীন বিষয়াদি সহ ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও সকল জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র ও শুনানী এবং ফৌজদারী রিভিশন এবং ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমাসমূহ এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ এবং শুনানী করিবেন।

১৫. **বিচারপতি এস এম কুদ্দুস জামান**

এবং

বিচারপতি শাহেদ নূরউদ্দিন

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইনের অধীন বিষয়াদি সহ ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও সকল জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র ও শুনানী এবং ফৌজদারী রিভিশন এবং ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমাসমূহ এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ এবং শুনানী করিবেন। এই গঠনবিধির অব্যবহিত পূর্বের গঠনবিধির কোন আংশিকশ্রুত থাকিলে তাহাও গ্রহন করিবেন।

১৬. **বিচারপতি মোঃ আখতারুজ্জামান**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইনের অধীন দায়েরকৃত মামলা সহ শুনানীর জন্য একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী রিভিশন ও রেফারেন্স মোকদ্দমা এবং শুনানীর জন্য সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী মোশন; দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আপীল; সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী রুল ও দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা; অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আবেদনপত্র এবং একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য সকল লয়াজিমা বিষয় ও অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০০০ টাকা মানের প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দ্বিতীয় আপীল; ২০০১ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত ১৯৭২ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ মোতাবেক "নির্বাচনী" আবেদনত্র; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১খ্রিঃ তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

প্রধান বিচারপতি
বাংলাদেশ
তারিখঃ ৩০শে মার্চ,২০২৩ইং।

প্রচারের জন্যঃ-

১. বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ

২. বিচারপতি মোঃ আতাউর রহমান খান

৩. বিচারপতি ফারাহ মাহবুব

৪. বিচারপতি নাইমা হায়দার

৫. বিচারপতি মোঃ হাবিবুল গনি

৬. বিচারপতি মোঃ রুহুল কুদ্দুস

৭. বিচারপতি মোঃ খসরুজ্জামান

৮. বিচারপতি মোঃ নজরুল ইসলাম তালুকদার

৯. বিচারপতি মোঃ আকরাম হোসেন চৌধুরী

১০. বিচারপতি কে, এম, কামরুল কাদের

১১. বিচারপতি মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন

১২. বিচারপতি খিজির আহমেদ চৌধুরী

১৩. বিচারপতি মোঃ ইকবাল কবির

১৪. বিচারপতি মোঃ সোহরাওয়ারদী

১৫. বিচারপতি ফাতেমা নজীব

১৬. বিচারপতি এস এম কুদ্দুস জামান

১৭. বিচারপতি খিজির হায়াত

১৮. বিচারপতি মোহাম্মদ আলী

১৯. বিচারপতি মোঃ খায়রুল আলম

২০. বিচারপতি এস, এম, মনিরুজ্জামান

২১. বিচারপতি আহমেদ সোহেল

২২. বিচারপতি মুহম্মদ মাহবুব-উল ইসলাম

২৩. বিচারপতি শাহেদ নূরউদ্দিন

২৪. বিচারপতি মোঃ আখতারুজ্জামান

২৫. বিচারপতি মোহাম্মদ শওকত আলী চৌধুরী

২৬. বিচারপতি মোঃ বজলুর রহমান

২৭. বিচারপতি ফাহমিদা কাদের